**Pratidhwani the Echo**
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
**ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)**
**Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 76-82
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
**DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.084**

# বর্তমান বিশ্বের পরিবেশগত সংকট নিরসনে বৈদিক দর্শনের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ

**আব্দুল আলিম শেখ,** *রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, ডোমকল কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.04.2026; Accepted: 24.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

The contemporary landscape of the twenty first century is entangled in a dialectical tension between development and ecological crisis. While the unprecedented technological advancements and mechanical progress of modern civilization have brought material prosperity, they have simultaneously engendered a profound rupture in the traditional spiritual bond between humanity and nature. In this context, the necessity to rethink the reciprocal relationship between humans and the natural world is being acutely felt. Concurrently, there is a growing call to rediscover the insights inherent in ancient wisdom traditions that once harmoniously integrated human life with nature.

This research article examines the Vedic concept of Rita as a counterpoint to the adverse consequences of modern consumerism and anthropocentric worldviews. It explores how the Panchamahabhuta, comprising earth, water, fire, air, and ether, were perceived by ancient sages not merely as inert matter but as the fundamental principles of life and sacred entities. Through a meaningful synthesis of ancient wisdom and modern science, the article underscores the significance of sustainable development, which holds the promise of a livable planet for future generations. Ultimately, it advocates a philosophy of life in which humans and nature are not separate entities but are bound together in an inseparable and sacred alliance.

**Keywords:** Panchamahabhuta, Environmental Crisis, Sustainable Development, Rita, Environmental Ethics

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মানবসভ্যতা যখন যান্ত্রিক উৎকর্ষের চরম শিখরে আসীন, ঠিক তখনই আমরা এক ভয়াবহ পরিবেশগত সংকটের সম্মুখীন হয়েছি। আধুনিক বিশ্বের এই সংকটের স্বরূপটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই সংকট শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে আমাদের মূল্যবোধের এক চরম বিপর্যয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আধুনিক যুগের অতি-শিল্পায়ন ও সীমাহীন ভোগবাদ মানুষকে প্রকৃতির সাথে এক ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃতিকে দেখা হয় কেবল শোষণের মাধ্যম বা 'রিসোর্স' হিসেবে। এই 'মানবকেন্দ্রিক' বিশ্ববীক্ষা আজকের জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার মূল কারণ। এই সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বিশ্ব আজ যখন 'স্থিতিশীল উন্নয়ন'-এর পথ খুঁজছে, তখন প্রাচীন বৈদিক প্রজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে।

প্রাচীন ঋষিগণ প্রকৃতিকে শুধুমাত্র জড় পদার্থ হিসেবে দেখেননি। তাঁদের কাছে এই পৃথিবী ছিল এক পরম পবিত্র ও সজীব সত্তা। গবেষক লি মাইকেলের ভাষায়,

> "The planet we inhabit is not merely a home but a living organism whose balance relies on the harmony of five fundamental elements: Earth, Fire, Wind, Water, and Heart."[১]

অর্থাৎ, আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটি একটি "Living Organism"। এই গ্রহটির প্রাণস্পন্দন নির্ভর করে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোমের এক নিবিড় ও সুশৃঙ্খল ছন্দের ওপর। বর্তমানের এই চরম বস্তুবাদী যুগে বৈদিক দর্শনের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ আমাদের শেখাতে পারে কীভাবে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ লিপ্ত না হয়ে তার অংশ হয়ে সহাবস্থান করা যায়। পরিবেশ সংরক্ষণ শুধুমাত্র কিছু বৈজ্ঞানিক সূত্র বা সরকারি বিধিনিষেধের বিষয় নয়। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি একটি গভীর নৈতিক দায়বদ্ধতা। এটি কেবল হৃদয় পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব।

বৈদিক বিশ্বতত্ত্বে প্রকৃতি কোনো জড় বস্তু নয়। প্রকৃতি হল এক অনন্ত চেতনার সজীব বহিঃপ্রকাশ। বেদে ব্রহ্মাণ্ডকে 'পুরুষ' বা এক বিরাট মহাজাগতিক সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে মানুষ এবং প্রকৃতি একই অবিচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক সূত্রে আবদ্ধ। এই অদ্বৈতবাদী চেতনা আমাদের শেখায় যে, যা কিছু এই দৃশ্যমান জগতে বর্তমান তার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে সেই এক পরম সত্য বা ব্রহ্ম বিদ্যমান। বৈদিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো 'ঋত'। ঋত হল অমোঘ নৈতিক নিয়ম। এই নিয়ম এক মহাজাগতিক নৈতিক শৃঙ্খলা, যা সমগ্র সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে। ঋগ্বেদ অনুযায়ী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র থেকে শুরু করে ঋতুচক্রের নিখুঁত আবর্তন- এ সবই 'ঋত'-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা যখন বর্তমান বিশ্বের পরিবেশগত সংকটের কথা বলি, তখন বৈদিক পরিভাষায় তার প্রকৃত অর্থ হলো আমরা মহাজাগতিক 'ঋত' বা শৃঙ্খলাকে চরমভাবে লঙ্ঘন করেছি। এই শৃঙ্খলার বিচ্যুতিই হলো বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা ও দূষণের মূল কারণ। বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠে শোনা যায়,

> "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
> মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ॥"[২]

একথার গূঢ় অর্থ হলো মহাজাগতিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ বায়ু আমাদের জন্য কল্যাণকর বা মধুময় হোক, নদীরা অমৃতধারা বহন করুক এবং উদ্ভিদ আমাদের জন্য শান্তিময় হোক। এই শ্লোকটির মাধ্যমে সেই প্রাচীনকালে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সাথে মানুষের এক গভীর মৈত্রীর অঙ্গীকার প্রকাশ পেয়েছে।

প্রকৃতির এই পবিত্রতা বৈদিক জীবনে প্রতিদিনের যাপিত জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বৈদিক সময়ে ব্যোম বা আকাশ থেকে শুরু করে পৃথিবী পর্যন্ত প্রতিটি স্তরকে দেবতার আসনে বসানো হয়েছিল যাতে মানুষের মনে প্রকৃতির প্রতি এক সহজাত শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়। পঞ্চমহভূত তথা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম – এগুলি শুধুমাত্র এই জগতের গাঠনিক উপাদান নয়; এগুলি আমাদের অন্তরাত্মার এক বৃহত্তর প্রতিচ্ছবি। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী, মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাথে প্রকৃতির পাঁচটি উপাদানের যে নিবিড় যোগ রয়েছে তা প্রমাণ করে যে মানুষ এবং প্রকৃতি মূলত একই উপাদানে গঠিত।[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডের ভূমি সূক্তে পৃথিবীকে কেবল মাটি বা পাথরের সমষ্টি বলা হয়নি। সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে,

> "মাতা ভূমিঃ পুত্রোহং পৃথিব্যাঃ।"[৪]

অর্থাৎ, পৃথিবী আমার জননী এবং আমি এই ধরণীর সন্তান। এই যে মা ও সন্তানের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রকৃতির ওপর মাতৃত্বের আরোপ, এটিই পরিবেশ সংরক্ষণের সর্বোচ্চ নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে।

সন্তান যেমন স্বার্থপরের মতো তার মায়ের অস্তিত্বের ওপর আঘাত করতে পারে না, তেমনি প্রকৃত বৈদিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ মাতৃস্বরূপা প্রকৃতির কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এই পবিত্রতাবোধই বর্তমানের স্থিতিশীল উন্নয়নের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ হতে পারে।

আধুনিক পরিবেশগত বিপর্যয় থেকে মুক্তির জন্য আমাদের সেই 'হৃদয়' বা নৈতিক চেতনার পুনরুদ্ধার প্রয়োজন, যা লি মাইকেলের প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে। বৈদিক দর্শনে এই অন্তকরণ বা হৃদয়ের পরিশুদ্ধিই হলো জীবনচর্চার মূল লক্ষ্য। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের প্রতি অহিংসা, মিতব্যয়িতা এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল বৈদিক সমাজের মূলমন্ত্র। স্থিতিশীল উন্নয়নের যে স্বপ্ন আজ পরিবেশ বিজ্ঞানী ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দেখছেন, তার সুগভীর বীজ সুপ্ত রয়েছে ভারতবর্ষের প্রাচীন দর্শনে। বৈদিক ঋষিদের মতে, প্রকৃতিকে জয় করা বা বশ করার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই। প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে, তার ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত জীবনের সার্থকতা। যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দন আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের স্পন্দন তখন কোনো কৃত্রিম নিয়ম বা আইনের প্রয়োজন হয় না, অন্তর থেকেই জন্ম নেয় প্রকৃতি সংরক্ষণের দায়িত্ববোধ। তাই, বৈদিক বিশ্বতত্ত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য প্রাণীকুলকে হত্যা করার অনুমোদন দেয় না; বরং মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে সমগ্র সৃষ্টির সেবা ও সুরক্ষার এক মহত্তর দায়িত্ব অর্পণ করে। এই ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের পুনঃজাগরণই পারে বর্তমানের টালমাটাল বিশ্বকে এক স্থিতিশীল ও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করতে।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের অন্যতম অবদান হলো পঞ্চমহভূতের ধারণা। এই পঞ্চমহভূতের ধারণা পরিবেশ বিজ্ঞানের এক আদি ও অকৃত্রিম ভিত্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ধূলিকণা থেকে শুরু করে বিশাল নক্ষত্রমণ্ডলী এবং আমাদের এই নশ্বর দেহ— সবই এই পাঁচটি মৌলিক উপাদানের সুসংগত বিন্যাস। গবেষক মৌমিতা ভট্টাচার্য ও উদয়ন ব্যানার্জির মতে, মহাজাগতিক দেহ হলো পঞ্চভূতের সমষ্টিগত রূপ। এই পঞ্চমহভূতের প্রথম এবং বিশুদ্ধতম প্রকাশ ঘটে আমাদের অন্তকরণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে। এই পঞ্চতত্ত্বের প্রতিটি উপাদান প্রকৃতিতে পদার্থের একেকটি অবস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করে। ক্ষিতি বা মৃত্তিকা হলো কঠিন অবস্থা, অপ বা জল হলো তরল, মরুৎ বা বায়ু হলো গ্যাসীয়, তেজ বা অগ্নি হলো রূপান্তরের শক্তি এবং ব্যোম বা আকাশ হলো সেই অসীম মাধ্যম যা বাকি চারটি উপাদানকে ধারণ করে আছে। এই উপাদানগুলোর পারস্পরিক ভারসাম্যই হলো প্রাকৃতিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি। যখনই এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, তখনই পরিবেশে বিপর্যয় নেমে আসে। বর্তমানের বিশ্ব উষ্ণায়ন বা পরিবেশ দূষণের যে ভয়াবহ চিত্র আমরা দেখি, তা আসলে এই পঞ্চমহভূতের শৃঙ্খলায় মানুষের অযাচিত হস্তক্ষেপের ফল। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী, এই উপাদানগুলো একে অপরের ওপর নির্ভরশীল এবং একটির বিনাশের অর্থ হলো সমগ্র জীবনচক্রের বিপর্যয়।

ক্ষিতি বা মৃত্তিকা হলো পঞ্চভূতের মধ্যে আধারের প্রতীক। এই ক্ষিতি আমাদের অন্ন ও আশ্রয়ের উৎস। প্রাচীন ঋষিগণ পৃথিবীকে 'মাতা' হিসেবে কল্পনা করে ক্ষিতিকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছেন। বর্তমানের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এই 'মাতৃরূপী' মৃত্তিকার প্রাণশক্তি কেড়ে নিচ্ছে। ক্ষিতির এই দূষণ শুধুমাত্র মাটির উর্বরতা নষ্ট করছে না, বরং তা খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে সরাসরি মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর আঘাত হানছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রথম শর্তই হলো মৃত্তিকার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। আমরা যখন ক্ষিতিকে শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখি, তখন আমরা আসলে আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দিই। প্রকৃতপক্ষে ক্ষিতি হলো ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক। ক্ষিতির এই গুণের অবক্ষয়ের অর্থ হলো সভ্যতার বিনাশ। তাই বৈদিক মূল্যবোধ আমাদের মাটির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়।

অপ বা জলের মহিমা বৈদিক সাহিত্যে বারংবার বিবৃত হয়েছে। জলকে বলা হয়েছে 'ভেষজ' বা মহৌষধ। তাই, জল কেবল তৃষ্ণা মেটায় না; জল প্রাণের প্রবাহ বজায় রাখে। প্রাচীন ঋষিগণ জলকে দেবী হিসেবে বন্দনা করেছেন। তাঁরা বলেন,

"আপ ইদ্বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ।
আপঃ সর্বস্য ভেষজ্যস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্॥" (ঋগ্বেদ ১০.১৩৭.৬)

বর্তমান বিশ্বে জলসংকট এবং জলের দূষণ এক চরম উদ্বেগের বিষয়। শিল্পজাত বর্জ্য এবং প্লাস্টিকের অবাধ ব্যবহার নদী ও সমুদ্রের স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করছে। প্রকৃতপক্ষে, জল দূষণ সরাসরি বিশ্বায়ন ও আধুনিক ভোগবাদের এক কুফল। স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষে আমাদের পুনরায় সেই প্রাচীন প্রজ্ঞায় ফিরতে হবে যেখানে জলকে অপচয় করা বা দূষিত করা মহাপাপ বলে গণ্য করা হতো। ঋগ্বেদের ঋষিগণ প্রার্থনা করতেন যেন জল আমাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং সব ধরণের রোগ-ব্যাধি থেকে আমাদের মুক্ত রাখে। জলের এই আধ্যাত্মিক সংযোগই পারে জলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে।

তেজ বা অগ্নি হলো রূপান্তরের পরম শক্তি। তেজ অন্ধকার দূর করে জীবনকে গতিশীল রাখে। বৈদিক যজ্ঞে অগ্নিকে 'পুরোহিত' বা দেবতাদের দূত হিসেবে দেখা হতো। কারণ অগ্নিই হলো সেই মাধ্যম যা আমাদের দানকে মহাজাগতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। বৈদিক ঋষিগণ বলেন,

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥" (ঋগ্বেদ ১.১.১)

আধুনিক প্রেক্ষাপটে 'তেজ' বা অগ্নির গুরুত্বকে আমরা শক্তির উৎস হিসেবে দেখি। তবে মানুষের সীমাহীন লালসা আজ পৃথিবীর তাপমাত্রাকে এক বিপদজনক স্তরে নিয়ে গেছে, যাকে আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন বলছি। তেজ যখন তার সীমা লঙ্ঘন করে, তখন তা হয়ে ওঠে সংহারক। স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এই তেজ শক্তির পরিমিত ও পবিত্র ব্যবহার। সৌরশক্তি বা প্রাকৃতিক তেজকে আমরা যদি বৈদিক আদর্শের মতো পবিত্র মেনে ব্যবহার করতে পারি, তবেই শক্তির সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

মরুৎ বা বায়ু হলো প্রাণের প্রধান স্পন্দন। বায়ু ছাড়া জীবনের কল্পনা করা যায় না। বায়ু রূপহীন বলা হলেও সর্বব্যাপী। বৈদিক দর্শনে বায়ুকে প্রাণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

"আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো যথাবশং চরতি দেব এষঃ।
ঘোষা ইদস্য শৃণ্বিরে ন রূপং তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম॥" (ঋগ্বেদ ১০.১৬৮.৪)

অর্থাৎ, বেদশাস্ত্রে বায়ুকে 'দেবতাদের আত্মা' এবং 'বিশ্বের গর্ভ' হিসেবে স্তুতি করা হয়েছে। বায়ু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য উপাদান। বায়ু যদি দূষিত হয়, তবে প্রাণের অস্তিত্বই সংকটে পড়ে। তাই, প্রাচীন ঋষিগণ প্রার্থনা করেছেন,

"বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে।
প্রণ আয়ূংষি তারিষৎ॥" (ঋগ্বেদ ১০.১৮৬.১)

অর্থাৎ, 'বায়ু আমাদের হৃদয়ের জন্য শান্তি ও সুখদায়ক ভেষজ (ঔষধ) বয়ে আনুক; তিনি আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করুন।' প্রাচীনকালে অরণ্যকে রক্ষা করার মাধ্যমে বায়ুর বিশুদ্ধতা বজায় রাখা হতো।[৫] আজকের পৃথিবীতে বনভূমি ধ্বংসের ফলে বায়ুর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা অপরিহার্য। কেননা বায়ু সেই অদৃশ্য বন্ধন যা সমগ্র বিশ্বের জীবকুলকে একসূত্রে গেঁথে রাখে।

সর্বশেষে আসে ব্যোম বা আকাশ। আকাশ হলো সেই সীমাহীন পদার্থ যার মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানে যাকে আমরা 'Space' বলি, বৈদিক দর্শনে তাকে 'আকাশ' বলা হয়েছে। বেদে আকাশকে

বলা হয়েছে ব্রহ্মের শরীর।[৬] আকাশ শুধুমাত্র মহাশূন্য অবস্থা নয়; আকাশ হলো এক অনন্ত চেতনার ক্ষেত্র। আকাশ আমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিত্তি। আকাশের অসীমতা আমাদের শেখায় ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করে উদার হতে। বেদের বলা হয়েছে-

"অয়মাকাশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু।
অস্যাকাশস্য সর্বাণি ভূতানি মধু॥" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২.৫.১০)

আকাশ সকল ভূতের জন্য হিতকর এবং সকল ভূত এই আকাশের জন্য হিতকর। ব্যোম বা আকাশ অন্যান্য ভূত পদার্থ থেকে পৃথক নয়; বরং পাঁচটি ভূত একে অপরের প্রতি সমানভাবে নির্ভরশীল।

পঞ্চভূত আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তাকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যায়। ক্ষিতি দেয় ধৈর্য, অপ দেয় স্নিগ্ধতা, তেজ দেয় তেজস্বিতা, মরুৎ দেয় গতি এবং ব্যোম দেয় উদারতা। এই মানবিক গুণাবলি ও প্রাকৃতিক উপাদানের সমন্বয়ই হলো আধুনিক বিশ্বের যাবতীয় পরিবেশগত সমস্যার একমাত্র স্থায়ী সমাধান। ঐতিহ্যবাহী এই মূল্যবোধকে ধারণ করে আমরা যখন উন্নয়নের পথে পা বাড়াব, তখনই তা হবে প্রকৃত অর্থে স্থিতিশীল এবং কল্যাণকর।

আধুনিক যুগের পরিবেশগত সংকটের মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পরিবেশের সংকট কোনো আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা নয়। পরিবেশ সংকট হলো মানুষের জীবনযাত্রার এক আমূল পরিবর্তনের অশুভ পরিণতি। প্রাচীন বৈদিক দর্শন যেখানে মানুষকে প্রকৃতির একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করত, আধুনিক বিশ্ব সেখানে 'অ্যানথ্রোপোসেনট্রিক' বা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছে। এই মতবাদ অনুযায়ী, মানুষই হলো মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীব এবং প্রকৃতি হলো তার ইচ্ছাধীন সম্পদ। মানুষ নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে পারে। এই দর্পিত মানসিকতা প্রকৃতি ও মানুষের সেই আদি মৈত্রীর বন্ধনটিকে ছিন্ন করে দিয়েছে। তাই, এই মানবকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই হলো বর্তমান পরিবেশগত সংকটের প্রধান দার্শনিক ভিত্তি। মানুষ যখন নিজেকে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে মনে করতে শুরু করল, তখন থেকেই পরিবেশের প্রতিটি উপাদানকে সে কেবল 'রিসোর্স' বা কাঁচামালের উৎস হিসেবে গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এর ফলে প্রকৃতি তার পবিত্রতা হারিয়ে একটি নিছক পণ্যে পরিণত হয়েছে।

মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন ও বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মানুষ প্রযুক্তির শক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রকৃতির ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। কলকারখানার ধোঁয়া, বিষাক্ত বর্জ্য এবং অরণ্য বিনাশের মাধ্যমে আমরা পঞ্চমহভূতের সেই আদি ভারসাম্যকে ধ্বংস করে দিয়েছি। শিল্পায়নের এই উন্মাদনা আমাদের শিখিয়েছে যে 'Growth'-ই হলো সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি। কিন্তু এই 'Growth' অর্জনের পথে আমরা প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দ বা 'স্থিতিশীল উন্নয়ন'-এর ধারণাটিকে বিসর্জন দিয়েছি। 'Growth' -এর ফলে আমরা আজ ওজোন স্তরের ক্ষয়, বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি। শিল্পায়নের সাথে হাত মিলিয়ে এসেছে চরম ভোগবাদ বা কনজিউমারিজম। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয় সে কতটা ভোগবাদী জীবন যাপন করে তার ওপর ভিত্তি করে। এই সীমাহীন লালসা 'মা গৃধঃ'[৭i] (লোভ কোরো না)—উপনিষদের এই বাণীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ভোগবাদ আমাদের শিখিয়েছে যে শান্তি কেনা যায় এবং বস্তুগত প্রাচুর্যই জীবনের পরম লক্ষ্য। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী, পরিবেশ সংরক্ষণ একপ্রকার আত্মিক সাধনা। এই সাধনায় ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ আমাদের শেখায় 'অপরিগ্রহ' বা অপ্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ না করা। আমাদের আজকের ভোগবাদী সমাজে যেখানে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে এই 'অপরিগ্রহ'-এর আদর্শই হতে পারে সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক।

মানবকেন্দ্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আসলে নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে। আমরা যখন বনভূমি উজাড় করি বা নদীকে বিষাক্ত করি, তখন আমরা ভুলে যাই যে আমরাও সেই একই উপাদানে গঠিত। আধুনিক পরিবেশবিদগণ এখন অনুধাবন করতে পারছেন যে, শুধুমাত্র প্রযুক্তি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সেই প্রাচীন মূল্যবোধের পুনঃজাগরণ, যেখানে প্রকৃতিকে পরম পবিত্র বলে মনে করা হতো। তাই, আমরা যদি আমাদের 'অ্যানথ্রোপোসেনট্রিক' অহংবোধ ত্যাগ করে 'বায়োসেন্ট্রিক' বা প্রাণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে না পারি, তবে স্থিতিশীল উন্নয়ন কেবল একটি অলীক স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে।

হিন্দুধর্মের 'অহিংসা' পরম ধর্ম বা বৌদ্ধধর্মের 'মৈত্রী'- এইসব ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ আমাদের শেখায় প্রকৃতির সাথে দ্বন্দ্ব নয়, বরং মিত্রতা করতে। শিখধর্মের পবিত্র গ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থ সাহিব' যেমন বলে যে, ঈশ্বরই এই প্রকৃতির স্রষ্টা এবং প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানে তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান, ঠিক তেমনি বৈদিক ঋষিগণও শান্তিমন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্বের শান্তি ও ভারসাম্য কামনা করেছিলেন। শান্তিমন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে,

"ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিৰের শান্তিঃ সা মা শান্তিৰেধি॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥" (যজুর্বেদ ৩৬.১৭)

অর্থাৎ, 'আকাশ শান্ত হোক, অন্তরিক্ষ (মহাকাশ) শান্ত হোক, পৃথিবী শান্ত হোক, জল শান্ত হোক, ওষধি (লতাগুল্ম) শান্ত হোক, বনস্পতি (বৃক্ষরাজি) শান্ত হোক, বিশ্বদেবগণ শান্ত হোন, ব্রহ্ম শান্ত হোন, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক, শান্তিই শান্তিময় হোক, সেই শান্তি আমাতে আসুক। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।' এই যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং প্রকৃতির সাথে একাত্মতা, এটিই হলো সমাধানের প্রকৃত পথ। লি মাইকেলের মতে, মানুষ যখন প্রকৃতির সাথে তার 'Elemental Connection' বা মৌলিক সংযোগটি পুনরায় স্থাপন করতে পারবে, তখনই প্রকৃত পরিবেশগত পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। এই সংযোগটি স্থাপিত হয় হৃদয়ের মাধ্যমে, যা আমাদের শেখায় সহানুভূতি, শৃঙ্খলা এবং উদ্ভাবনী শক্তির সঠিক প্রয়োগ।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বের পরিবেশগত সংকট শুধুমাত্র একটি বাহ্যিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়; পরিবেশগত সংকট আসলে মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনার এক গভীর অবক্ষয়ের প্রতিফলন। বৈদিক প্রজ্ঞা আমাদের বারবার এই সত্য স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা কেউই প্রকৃতির অধিপতি নই। আমরা আসলে এই সুবিশাল মহাজাগতিক শৃঙ্খলার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করা বর্তমান সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক অঙ্গীকার। বৈদিক দর্শন অনুযায়ী, আমরা যদি আজ আমাদের 'অ্যানথ্রোপোসেনট্রিক' বা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে 'স্থিতিশীল উন্নয়ন'-এর পথে পা না বাড়াই, তবে ভবিষ্যৎ আমাদের চরম ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত করবে।

স্থিতিশীল উন্নয়নের এই যাত্রায় বিবেকের জাগরণই হবে আমাদের প্রধান পাথেয়। আমাদের পঞ্চমহভূতের আদি পবিত্রতা ও ভারসাম্য রক্ষার প্রাণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব। মনে রাখতে হবে যে, এই পৃথিবী আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত কোনো উপহার নয়। এই পৃথিবী হলো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছ থেকে নেওয়া এক পবিত্র ঋণ। এই ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজন ত্যাগের মহিমা এবং প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। বৈদিক দর্শনের সেই 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বা বিশ্বপরিবারের আদর্শকে পাথেয় করে যখন আমরা প্রযুক্তি ও নৈতিকতার মেলবন্ধন ঘটাব, তখনই এই ধরিত্রী পুনরায় তার হারানো শ্রী ফিরে পাবে। আগামী দিনের শিশুদের জন্য একটি সবুজ, নির্মল এবং শান্তিময় পৃথিবী উপহার দেওয়ার এই অঙ্গীকারই হোক আমাদের

আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সাথে সন্ধি স্থাপন করে এক সুস্থ বিশ্ব গড়ে তোলাই হোক আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য।

---

**তথ্যসূত্র ও টীকা:**

1. Lee Michael, Earth, Fire, Wind, Water, Heart: The Five Elements of Modern Environmental Responsibility. (13 Apr. 2024) 1.
2. H. L. Rathva, Five Elements of Vaidik Sanskrit literature - Basic of Environment: Save it and save the world., (International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages, vol. 5, no. 6, June 2017) 30-32.
3. Moumita Bhattacharya and Udoyan Banerji. Concept of Five Elements - An Ancient Indian Approach. (Journal of Philosophy and the Life-world, vol. 25, 2022-2023) 112-118.
4. Rathva, "Five Elements of Vaidik Sanskrit literature - Basic of Environment: Save it and save the world, (International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages, Vol. 5, Issue 6, June 2017) 30.
5. Ibid, p. 32
6. "আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১.৬.২)
7. মূল শ্লোকটি হলো- "ওঁ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥" অর্থাৎ, এই পরিবর্তনশীল জগতে যা কিছু আছে, তা সমস্তই পরমেশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অতএব ত্যাগের মাধ্যমেই ভোগ করো; অন্যের ধনে লোভ করো না।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

১. ঋগ্বেদ সংহিতা। অনুবাদক: রমেশচন্দ্র দত্ত, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬।

২. অথর্ববেদ সংহিতা। (ভূমি সূক্ত অংশ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য), তুলসী প্রকাশনী।

৩. যজুর্বেদ সংহিতা। (শান্তিপাঠ ও যজ্ঞীয় প্রকরণ), সংস্কৃত বুক ডিপো।

৪. উপনিষদ সমগ্র। (বৃহদারণ্যক ও ঈশ উপনিষদ), আদ্যা শক্তি লাইব্রেরি।

৫. ভট্টাচার্য, মৌমিতা এবং উদয়ন ব্যানার্জি। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে পরিবেশ চেতনা ও পঞ্চমহভূত। প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০২৩।

৬. Chapple, Christopher Key, and Mary Evelyn Tucker, editors. Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water. Harvard University Press, 2000.

৭. Dwivedi, O. P. Environmental Stewardship in the Judeo-Christian-Islamic and Hindu Traditions. World Faiths Development Dialogue, 2002।

৮. Michael, Lee. The Living Planet: Harmony of the Five Elements. Green Earth Publications, 2015।

৯. Shiva, Vandana. Staying Alive: Women, Ecology, and Development. North Atlantic Books, 2016।

১০. Vatsyayan, Kapila. Prakriti: The Integral Vision. Indira Gandhi National Centre for the Arts, 1995।